যুব ও ক্রীড়া উন্নয়নঃ

যুবঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ যুবসমাজ। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সর্বতোভাবে যুবসমাজের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলা ও সকল উপজেলায় যুব কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যুব কার্যক্রমকে গতিশীল ও জোরদার করার জন্য যুব খাতে সরকার প্রতি বছর বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৯,১৮,৩০০ জনকে (লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৩০%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত সময়ে ১০,৫০,০৪৯ জন (লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৭০%) স্ব-কর্মসংস্থান করেছে। বর্তমান অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ১,৪৪,৫৮৪ জনকে (লক্ষ্যমাত্রার ৬৪.২৬%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৭৫,৭০০ জন (লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৭৯%) আত্মকর্মসংস্থান গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে দেশের ৮২টি উপজেলায় পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মোট ৪,৭৭,১৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ‘‘এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রো ইয়ুথ ক্লাবস’’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত যুবদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ইস্যু বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে ১,৭৬,৮৬৩ জনকে (লক্ষ্যমাত্রার ১১৬.৯৭%) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০০৩ পর্যন্ত ১৪,৮০৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ইউ,এন,ডি,পি-এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার ৪০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে ‘‘প্রো-এ্যাকটিভ ইনভলভমেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ ইন

পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট'' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০০২-এ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর হতে ২০০১-২০০২ অর্থ বছর পর্যন্ত ১৪,৯০৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ৫৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৪০টি যুব সংগঠনের ৪৫৭৬ জন সদস্যকে ১৯২.৭৭ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৬০৯২টি যুব সংগঠনকে যুব তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কল্যাণ তহবিল ও অনুন্নয়ন খাত হতে যথাক্রমে ৪৯৭টি এবং ৬৯টি যুব সংগঠনকে ৫০ লক্ষ ও ৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (Micro-credit Programme) একটি অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এর অবদান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ মোট ৫,৮১,৮৮৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫০১১৯.২৮ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার প্রায় ৮৮.৮২%।

ক্রীড়াঃ যে কোন দেশের তরুণ সমাজ ও জনগণের শারীরিক, দৈহিক ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে শরীরচর্চা ও খেলাধূলার বিকল্প নেই। দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে ক্রীড়া কার্যক্রমে আগ্রহী করে পারস্পরিক সম্প্রীতিময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতেও খেলাধূলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ গুরুত্বের নিরিখে সরকার খেলাধূলার মানোন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রীড়ার মানোন্নয়নে উপযুক্ত নীতি প্রণীত হয়েছে। খেলাধূলার উন্নয়নে ক্রীড়া অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাবলী অপরিহার্য। সরকার বিগত পাঁচশালা পরিকল্পনাসমূহে দেশে খেলাধূলার সুবিধাবলী সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পে ১০৮২৫.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৭টি প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৯৫৫ লক্ষ টাকা হতে ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ১৯২৭.৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

একটি জাতির ক্রীড়ামান উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান হল ক্রীড়া অবকাঠামো সুবিধাদি এবং সঠিক প্রশিক্ষণ। উল্লিখিত চাহিদা পূরণের জন্য একটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যেখানে ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের পরিচর্যা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ তৈরী হতে পারে। এ লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীনে প্রকল্প আকারে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব স্পোর্টস (বি আই এস) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) রাখা হয়। বর্তমানে এখানে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্পসমূহে সংশোধিত এডিপিতে ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ছিল ৭০৬৭.৪৫ লক্ষ টাকা। এর মাঝে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৭৭৩.০৫ লক্ষ টাকা (প্রায় ৬৭.০৪%)।